ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৮২
আগরতলা,২৩ সেপ্টেম্বর,২০১৮

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা
বিভিন্ন প্রকল্প সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে দেশের সরকার কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের গরিবদের কল্যাণে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছেন। সেইসব প্রকল্পগুলি সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। আজ আগরতলার শিশু উদ্যানে রাজ্যভিত্তিক আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন আমাদের রাজ্যের জনগণ। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে দেশব্যাপী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেছেন, যিনি সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও গ্রাম স্বরাজের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে গেছেন। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দেশের গরিবদের জন্য পাকা ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনার মাধ্যমে গরিব মহিলাদের বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দেওয়া, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া প্রভৃতি প্রকল্পগুলি চালু করেছেন। আমাদের রাজ্যেও ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করেছেন যার মাধ্যমে গরিব পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হবে। এর আগে দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী এই ধরণের প্রকল্পের উদ্যোগ নেননি। এজন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি বলেন, আজ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই বৃহৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে। দেশের গরিব মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন যোজনা চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশের যে শ্লোগান দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে দেশের প্রায় ১০ কোটি পরিবারের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। এই ধরণের প্রকল্প দেশে এই প্রথম চালু হচ্ছে। রাজ্যপাল শ্রী সোলাঙ্কি বলেন, ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্ল্যানিং কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগ গঠন করে নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। এই নীতি আয়োগের মাধ্যমেই বিভিন্ন যোজনা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে আজকের এই প্রকল্পটি অন্যতম। রাজ্যপাল মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, মহাত্মা গান্ধীও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

***২-এর পাতায়

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, যতদিন না মানুষ এই দেশকে নিজের দেশ, দেশের সরকারকে নিজের সরকার বলে অনুভব না করবে ততদিন নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ও সরকারি সমস্ত পরিষেবা সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌছানোর লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত, সুস্থ ভারত, সুরক্ষিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন যোজনা চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নতুন ভারত গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছেন তা পূরণ করার জন্য আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও এই ঐতিহাসিক প্রকল্পটি আজ থেকে চালু হচ্ছে। দেশের গরিব জনগণ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ, সম্পদ বিক্রি করে চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালে ন্যাশনাল হেলথ পলিসির মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গরিব মানুষকে হেলথ কভারেজে আনার জন্য তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করার উদ্যোগ নেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারতের দুটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো সারা দেশে ১ লক্ষ ৫০ হাজার হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনগণের নিকট পৌছানো। প্রধানমন্ত্রী এই বছরের ১৪ এপ্রিল তারিখে এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন। আমাদের রাজ্যেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭১টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারতের অপর উপাদানটি হলো প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। এই যোজনার মাধ্যমে গরিব পরিবারগুলিকে চিকিৎসা বাবদ প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। রাজ্যের ৬২টি সরকারি হাসপাতালে সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ই-কার্ড পাবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা ও বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা ডা. শৈলেশ যাদব।

অনুষ্ঠান মঞ্চে ১৩ জন সুবিধাপ্রাপককে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ই-কার্ড তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

*****